দৈনিক খবর

ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

তারিখ 19 MAY 1989
পৃষ্ঠা 1 কলাম 1

৪৬

৬৭

পরিবেশ অধ্যয়ন ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ইনস্টিটিউটের ভিত পাথর স্থাপন

পরিবেশ সমস্যামোচনে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা অপরিহার্য ঃ রাষ্ট্রপতি

রাষ্ট্রপতি এরশাদ পরিবেশগত অবনতিশীল পরিস্থিতিতে বাংলাদেশের গভীর উদ্বেগের কথা উল্লেখ করে বলেছেন, সরকার উন্নয়ন পরিকল্পনায় প্রতিবেশগত প্রতিক্রিয়ার ওপর গুরুত্বারোপকরেছে।খবরবাসস'র।

রাষ্ট্রপতি গতকাল স্থানীয় আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে পরিবেশ অধ্যয়ন ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আন্তর্জাতিক ইন্সটিটিউটের (আইআইএসডিএম) উদ্বোধনকরছিলেন।

তিনি বলেন, এ দেশে ঘন ঘন প্রাকৃতিক বিপর্যয় দেখা দেয়ায় এই পরিপ্রেক্ষিতে একটি প্রত্যক্ষ কর্মসূচী বাংলাদেশের জন্য অতীব জরুরী হয়ে ওঠে। আর তারই আলোকে পরিবেশ অধ্যয়ন ইন্সটিটিউটের ধারণার বিকাশ ঘটে।

রাষ্ট্রপতি বলেন, ইন্সটিটিউটের স্থান যথাযথ হয়েছে। ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে নদীর প্রবাহ এবং উপকূলীয় অঞ্চলে ভূ–পরিবেশ প্রক্রিয়ার মত সুনির্দিষ্ট পরিবেশগত পরিস্থিতি অধ্যায়নের চমৎকার সুযোগ রয়েছে বাংলাদেশের।

তিনি বলেন, বিভিন্ন বিষয়ে গবেষণারত বিজ্ঞানীগণ পরিবেশগত পরিস্থিতির এ সকল বৈশিষ্ট্য গভীরভাবে পর্যবেক্ষণের সুযোগ পাবেন এ ইন্সটিটিউটের মধ্যদিয়ে। তিনি আশা প্রকাশ করে বলেন, পরিবেশগত গবেষণায় এই ইন্সটিটিউট মূল্যবান অবদান রাখবে এবং পরিকল্পনার ক্ষেত্রে প্রতিবেশগত বিপর্যয় সম্পর্কে যথেষ্ট ওয়াকেবহাল হতে পারবো।

শেষ পৃষ্ঠায় ১ম কলামে

নোবেল পুরস্কার বিজয়ী অধ্যাপক আবদুস সালাম বৃহস্পতিবার (১৮ই মে) আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে পরিবেশ অধ্যয়ন ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আন্তর্জাতিক ইনস্টিটিউটের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করেন। ছবিতে রাষ্ট্রপতি এরশাদ ও উপ-প্রধানমন্ত্রী এবং রাষ্ট্রপতির রাজনৈতিক উপদেষ্টা কাজী জাফর আহমদকেও দেখা যাচ্ছে

দৈনিক খবর

ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

তারিখ 19 MAY 1989
পৃষ্ঠা 1 কলাম 1

পরিবেশ সমস্যা মোচনে

প্রথম পৃষ্ঠার পর

তিনি বলেন, জনগণের উন্নত জীবনযাত্রার ব্যবস্থা রাজনীতির প্রধান উদ্দেশ্য। তিনি দুঃখ করে বলেন, এ ক্ষেত্রে আমরা যেটুকুই অগ্রগতি সাধন করি না কেন, বন্যা এবং অন্যান্য প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে তা ভেসে যাচ্ছে।

রাষ্ট্রপতি এরশাদ বলেন, তার সরকার যেহেতু জনগণের উন্নত জীবনযাত্রার ব্যবস্থা করতে পূর্ণ প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, তাই এই ইন্সটিটিউটের ব্যাপারেও তার সরকার অঙ্গীকারাবদ্ধ। এ প্রসঙ্গে তিনি ইন্সটিটিউটের জন্য জমি বরাদ্দের কথা উল্লেখ করে আইআইএসডিএম নির্মাণের লক্ষ্যে এক কোটি টাকা অনুদানের কথা ঘোষণাকরেন।

বিশ্বের সবখান থেকে ইন্সটিটিউট সকল প্রকার সাহায্য পাবে এ আশা ব্যক্ত করে তিনি আন্তর্জাতির ও আঞ্চলিক পরিবেশ সমস্যা নিরসনে উদ্যোগী হতে ইন্সটিটিউটকে সাহায্যের জন্য সকল সরকার ও আন্তর্জাতিক সংগঠনের প্রতি আবেদন জানিয়েছেন। পৃথিবীতে দীর্ঘস্থায়ী উন্নয়ন ফিরিয়ে আনাতেই হবে আর এর জন্য আন্তর্জাতিক সহযোগিতা অপরিহার্য।

রাষ্ট্রপতি ঘোষণা করেন, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উন্নয়নের জন্য তার দেশ মোট জাতীয় উৎপাদনের শতকরা এক দশমিক এক ভাগ ব্যয় করবে।

উপ–প্রধানমন্ত্রী ও রাষ্ট্রপতির রাজনৈতিক উপদেষ্টা কাজী জাফরের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে নোবেল বিজয়ী পদার্থবিদ অধ্যাপক আবদুস সালাম ও আইআইএসডি'র অধ্যাপক সৈয়দ শফিউল্লাহ, উপ–রাষ্ট্রপতি বিচারপতি এ কে এম নুরুল ইসলাম, স্পীকার শামসুল হুদা চৌধুরী, প্রধানমন্ত্রী মওদুদ আহমদ, মন্ত্রী, কূটনীতিক এবং আইআইইএসডি–এর উপদেষ্টা বোর্ডের সদস্য, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, বিভিন্ন পেশার সদস্য এবং উচ্চ পদস্থ সামরিক কর্মকর্তাগণ অনুষ্ঠানে উপস্থিতছিলেন।

রাষ্ট্রপতি এরশাদ বলেন, গত পাঁচ বছরে পরিবেশগত পরিস্থিতি থেকে দেখা যাচ্ছে পৃথিবীর তাপমাত্রা বেড়েই চলেছে এবং মানব সভ্যতায় অস্তিত্বের জন্য তা বিরাট হুমকি হয়ে দেখা দিয়েছে।

রাষ্ট্রপতি বলেন, আবহাওয়াগত এ সকল পরিবর্তনে পরিবেশগত প্রতিক্রিয়ার পরিণামের ব্যাপারে নিম্নাঞ্চলের দেশগুলোকে বিশেষভাবে শংকিত করে তুলেছে। এ সব দেশের সমুদ্রপৃষ্ঠ উঁচু হয়ে উঠতে পারে, যার পরিণাম ভয়াবহ হতে পারে।

তিনি বলেন, সাম্প্রতিক দু'টো বন্যা বাংলাদেশে ভয়াবহ অবস্থার সৃষ্টি করে এবং মানুষের কার্যকান্ড পরিবেশের ওপরে প্রতিক্রিয়া ফেলছে–ক্রমেই এ ব্যাপারে নতুন ধারণার বিকাশ ঘটছে। সেই সচেতনতার ফলশ্রুতিতেই এ বছরের মার্চের গোড়ার দিকে ঢাকায় 'বাংলাদেশের বন্যাঃ আঞ্চলিক প্রেক্ষিত' শীর্ষক এক আন্তর্জাতিক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশ গবেষণা ব্যুরো এই সেমিনারের আয়োজন করেছিল। এই সেমিনারেই তিনি পরিবেশ অধ্যয়ন ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ইন্সটিটিউট ঢাকায় স্থাপনের সুপারিশ করেছিলেন। সেমিনারে ঢাকা ঘোষণায় তার সুপারিশ গৃহীত হওয়ায় তিনি সন্তোষ প্রকাশ করেন।

রাষ্ট্রপতি বলেন, পৌনঃপুনিক নজিরবিহীন ভয়াবহ বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, টর্নেডো, জলোচ্ছ্বাস ও খরা বাংলাদেশের গ্রামীণ এলাকার বাড়ী–ঘর এবং জীবনযাপনের উৎস বিপর্যস্ত করে দিয়েছে। মানুষ যেভাবে প্রকৃতিকে ব্যবহার করছে তারই পরিণতি এ সব বিপর্যয় কি–না তা জানার প্রকৃষ্ট সময় এসেছে।

তিনি বলেন, পরিবেশগত অবনতি মোকাবেলায় সত্যিকারভাবে আমরা সকলেই একই নৌকায় যাত্রী। ইউরোপে বনাঞ্চল ধ্বংসে অথবা হিমালয়ের পাদদেশে বনউজারের পরিণতিতে বাংলাদেশের নদ–নদীগুলোতে ব্যাপকমাত্রায় পলি জমছে–এ ব্যাপারে আমরা উদ্বিগ্ন কিনা তা জানা দরকার। তবে অনুরূপ মৌল পরিবেশগত সমস্যার সাথে আমরা সংশ্লিষ্ট বলে তিনি উল্লেখ করেন।

বন্যা মোকাবেলা বাংলাদেশের প্রচেষ্টায় আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সাড়া দেয়ার প্রসঙ্গে রাষ্ট্রপতি এরশাদ জাতিসংঘ মহাসচিব জেভিয়ার পেরেজ দ্য কুয়েলারের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করেন। বাংলাদেশের জনগণের দুর্দশা লাঘবে কুয়েলার ব্যক্তিগতভাবে উদ্যোগ নিয়েছিলেন।

এর আগে এক অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানে রাষ্ট্রপতি এরশাদ মীরপুরের দারুস সালামে আইআইইএফডি এর ভিতপাথর স্থাপন করেন। এ উপলক্ষে মোনাজাত করা হয়।

উপ–রাষ্ট্রপতি বিচারপতি একেএম নূরুল ইসলাম, নোবেল বিজয়ী অধ্যাপক আবদুস সালাম, মন্ত্রী, কূটনীতিক এবং উপদেষ্টা বোর্ডের সদস্যগণ এ সময় উপস্থিতছিলেন।

অনুষ্ঠানে ভাষণদানকালে নোবেল পুরস্কার বিজয়ী বিজ্ঞানী অধ্যাপক এম এ সালাম বলেছেন যে, তৃতীয় বিশ্বে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিকাশের প্রশ্নটি একটি রাজনৈতিক বিষয় এবং এ জন্য রাজনৈতিক অঙ্গীকারেরই প্রয়োজন।

অধ্যাপক সালাম আশা প্রকাশ করে বলেন যে, ভূমিস্বল্পতা এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগের ক্ষয়ক্ষতি সত্ত্বেও বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে বাংলাদেশ তার অর্থনৈতিক অবস্থার পরিবর্তন করতে পারবে।

সভাপতির ভাষণে উপ–প্রধানমন্ত্রী কাজী জাফর আহমেদ বলেন, গত মার্চে 'বাংলাদেশের বন্যাঃ আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক পরিবেশ প্রেক্ষিত' শীর্ষক সেমিনারে গৃহিত ঢাকা ঘোষণায় যেসব লক্ষ্যের কথা ঘোষণা করা হয় এই ইন্সটিটিউট তা বাস্তবায়নের জন্য সত্যিকারভাবে বিরাট উল্লম্ফন স্বরূপ।

আইআইইএসডিইস'রমহাসচিবসৈয়দ শফিউল্লাহ বলেন, এই ইন্সটিটিউটের উদ্বোধন আমাদের আগামীকে বসন্তের আশাতেরূপান্তরিতকরবে।